সমকাল

তারিখ 01 DEC 2013
পৃঃ ২৮ ... ২

লাখ লাখ পরীক্ষার্থী অবরোধের কবলে

■ সাব্বির নেওয়াজ

পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে বারবার

অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায়

প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছে পুরো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা একের পর এক কেবলই পেছাচ্ছে। একই চিত্র দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী'র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষাও থমকে গেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোর সব পরীক্ষাও একের পর এক ঝুলে যাচ্ছে। ছয় দফা পিছিয়ে বহু কষ্টে শেষ হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি-জেডিসির ১১টি পরীক্ষা। নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্কুলে আসতে না পারায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণও করানো যাচ্ছে না। বিএনপি নেতৃত্বাধীন পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

লাখ লাখ পরীক্ষার্থী অবরোধের কবলে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

১৮ দলীয় জোটের দফায় দফায় দেওয়া হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচির কারণে এ বছর সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গত কয়েক দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পিকেটারদের ছুড়ে মারা ককটেল ও বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে কমপক্ষে ১০ স্কুল শিক্ষার্থী। সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ নাশকতার কবলে পড়ায় ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত পাঠ্যবইও ঢাকা থেকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণের জন্য পাঠানো যাচ্ছে না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষ করা ও পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষকদের বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মসূচির মুখে একের পর এক রুটিন তৈরি করেও সময়মতো পরীক্ষা নিতে পারছেন না তারা। টানা অবরোধের কারণে সপ্তাহের প্রতিদিনের পরীক্ষাই পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ শুক্র ও শনিবার একটি করে মাত্র দুটি পরীক্ষা নিয়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাদের মতে, পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় খাতা মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ, আগামী বছরের জন্য প্রথম শ্রেণীর ভর্তি লটারি অনুষ্ঠান, অন্যান্য শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুই পিছিয়ে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), মাদ্রাসার ইবতেদায়ি, দাখিল ও (ভোকেশনাল) স্তরে সারাদেশে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২। এর বাইরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোয় শিক্ষার্থী প্রায় ১৪ লাখ। ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ লাখ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ লাখসহ ৪ কোটির বেশি শিক্ষার্থী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ক্লাস, পরীক্ষা নিয়ে এখন চরম দুর্ভোগের শিকার।

গত সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের অবরোধের কারণে পেছাতে হয়েছে ২৬, ২৭ ও ২৮ নভেম্বরের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষা। স্থগিত করা হয়েছে স্কুল ও মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও। এ ছাড়া বারবার পরিবর্তন করা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান সমকালকে জানান, পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় একাডেমিক কার্যক্রম পরিবর্তনে দীর্ঘ হচ্ছে সেশনজট। হরতাল ও অবরোধের কারণে পরীক্ষাজটও বাড়ছে। তিনি জানান, এবারের অবরোধের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২ সালের অনার্স পার্ট-১, ২০১১ সালের অনার্স পার্ট-৪, বিবিএ পার্ট-১, ২, ৩, সিইসি, এমবিএ প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময়সূচি বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণ হলেও এখন পরীক্ষা নেওয়া যাচ্ছে না। অবরোধের কারণে ২০১২ সালের দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে ৩০ নভেম্বরের পরিবর্তে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। একটি পরীক্ষার পর ফল প্রকাশ ও আরেকটি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে সেশনজট।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, বিরোধী দলের চাপিয়ে দেওয়া অবিবেচক, অগণতান্ত্রিক ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন ধ্বংসকারী এ ধরনের হিংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই চার কোটি ছাত্রছাত্রী কোনো দলের নয়। তারা জাতির সম্পদ। তাদের যারা ধ্বংস করতে চান, তারা ক্ষমতায় এলে এ দেশের জন্য কী মঙ্গল বয়ে আনবেন! মন্ত্রী এ ধরনের প্রাণহানিকর কর্মসূচি পরিত্যাগ করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান।